সংবাদ

তারিখ 27 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ছাত্র রাজনীতির চালচিত্র ৩

ছাত্রনেতারা মূলত দলীয় নেতা

আশরাফুল ইসলাম কচি

ছাত্র সংসদ নির্বাচন না থাকায় যোগ্য ছাত্রনেতা তৈরি হচ্ছে না। বর্তমানে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে রয়েছে দলীয় নেতা। এ দলীয় নেতাদের 'ছাত্রনেতা' মানতে নারাজ শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের মতে, বর্তমান ছাত্র নেতারা নামমাত্র ছাত্রনেতা। মূলত তারা দলীয় নেতা। তারা ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব না করে দলীয় প্রতিনিধিত্ব করছে। গত কয়েক বছরের দেখা গেছে, এসব ছাত্রনেতা ছাত্রদের কোন ইস্যুভিত্তিক সমস্যায় আন্দোলন না করে দলীয় লেজুড়বৃত্তি আন্দোলন করে আসছে। তাই যোগ্য ছাত্রনেতা তৈরিতে শিক্ষার্থীরা দেশজুড়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানান। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নেতৃত্ব তৈরির সূতিকাগার দেশের ছাত্র সংসদগুলো এখন নেতৃত্বহীন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) সর্বশেষ নির্বাচন হয়েছিল ১৯৯০ সালে। ওই সব কমিটির মেয়াদ ছিল এক বছর। তারপর গত ১৮ বছর ধরে মূলত : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৭

মূলত : দলীয় নেতা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এসব ছাত্র সংগঠন অকার্যকর হয়ে আছে। ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে কি হবে না তারও নিশ্চয়তা নেই। নির্বাচন না হওয়ায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কো-কারিকুলাম কার্যক্রম ধ্বংসের পথে। তাই যোগ্য ছাত্রনেতা তৈরির পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যান্য কার্যক্রমও।

সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দেশের ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে ৯০'র পর থেকে ছাত্র, শিক্ষক, ছাত্র নেতাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে। পরস্পর বিরোধিতার কারণেই ছাত্র সংসদ নির্বাচন হচ্ছে না। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রধান অন্তরায় হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। গত ১৮ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং ছাত্র সংগঠনগুলো কম-বেশি নির্বাচনের কথা বললেও শিক্ষকরা কখনও নির্বাচনের ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করেননি। দ্বিতীয়ত, ছাত্র সংগঠনগুলোর নির্বাচন জোরেশোরে না চাওয়া, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সদিচ্ছার অভাব, সরকারের সহযোগিতার অভাব এবং বিরোধীদলীয় ছাত্র সংগঠনের বিরোধিতার কারণে নির্বাচন করা সম্ভব হয়নি।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক দায়িত্ব গ্রহণের পর আবারও জোরেশোরে আলোচিত হচ্ছে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই তিনি ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কথা বলে আসছেন। এ ব্যাপারে তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করে 'সংবাদ'কে বলেন, ছাত্রদের অধিকারের কথা এলে প্রথমেই চলে আসে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের কথা। বিগত কয়েক বছরে ছাত্রদের সেই অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে। ছাত্রদের স্বার্থেই ছাত্র সংসদ নির্বাচন চালু থাকা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্র সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা করে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে।

শিক্ষার্থীদের মতে, ছাত্র সংসদ নির্বাচন না থাকায় দেশ হারাচ্ছে উদীয়মান যোগ্য জাতীয় নেতৃত্ব। অথচ এই ছাত্র সংসদ নির্বাচন থেকে অতীতে বেরিয়ে এসেছে বাঘা বাঘা সব নেতা। তারা আজ জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছেন। তারা হলেন- তোফায়েল আহমেদ, মতিয়া চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন, আসম আবদুর রব, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, মাহমুদুর রহমান মান্না, আখতারুজ্জামান, আমান উল্লাহ আমান, বায়রুল কবীর খোকন প্রমুখ। দেশজুড়ে নেতৃত্ব তৈরির পাশাপাশি একাডেমিক কার্যক্রম, কো-একাডেমিক কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসতো নির্বাচিত ছাত্র নেতারা। ছাত্র সংসদগুলোর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে ছিল- বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা, বিদেশে অনুষ্ঠিত বিতর্ক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য অর্থানুকূল্য প্রদান, পরিবহন দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন রুটে বাস ক্রয় ও নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। সাংস্কৃতিক দলের কার্যক্রমও রয়েছে ব্যাপক।

গত ১৮ বছরের ছাত্র রাজনীতির সংস্কৃতিতে দেখা গেছে, কয়েকটি বাম সংগঠন ছাড়া প্রধান ছাত্র সংগঠনগুলো ছাত্রদের অধিকারের নিয়ে আন্দোলন করেনি। ছাত্রদের অধিকারের থেকে তারা বেশি ব্যস্ত ছিল দলীয় লেজুড়বৃত্তিতে। ছিনতাই, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজিতে অভিযুক্ত ছিল ছাত্র নেতারা। সাধারণ শিক্ষার্থীরা মনে করছেন, দেশে নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন হলে ছাত্র নেতারা ছাত্রদের অধিকার নিয়ে কথা বলবে। তাদের দায়বদ্ধতার জায়গা থাকবে। তারা নীতিভ্রষ্ট হবে না। তৈরি হবে মেধাবী ও যোগ্য নেতৃত্বের।

এ ব্যাপারে ছাত্র ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র দেব বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে অবশ্যই ছাত্র সংসদ নির্বাচন হওয়া উচিত। এতে শিক্ষার্থীদের অধিকার বাস্তবায়িত হবে। তাই ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে প্রথম প্রাধান্য দেয়া উচিত।

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সোহেল রানা টিপু বলেন, গত জোট সরকারের আমলে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তাগিদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তা কর্ণপাত করেনি। ছাত্র সংসদ নির্বাচন আমরা অবশ্যই চাই।

ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ বলেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে হলে হলে সহাবস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।